দৈনিক
খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in/
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 1 • Date - 1st Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা - ১ • তারিখ - ১৭ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

পুজোর আগে তাঁতিদের জন্য সুখবর

অত্রি চক্রবর্তী, কালনা : পুজোর আগে তাঁতিদের জন্য সুখবর, তন্তুজ পুজোর সময় গোটা রাজ্যে এক কোটি টাকার কাপড় কিনবে তাঁতিদের থেকে সরাসরি। ধাত্রীগ্রাম তাঁত কাপড় হাটে এসে সংবাদমাধ্যমকে জানালেন তন্তুজ এর এমডি রবীন্দ্রনাথ রায়। এবং শনিবার ধাত্রীগ্রাম তাঁত কাপড় হাটে এসে এলাকা পরিদর্শন করেন, তন্তুজের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, তন্তুজের এমডি রবীন্দ্রনাথ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল সহ বিশিষ্টজনেরা। রবীন্দ্রনাথ বাবু এবং শনিবার তিনি বলেন, গোটা রাজ্যের ছটি জায়গা থেকে এক কোটি টাকার কাপড় কেনা হবে। আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাঁতিদের কাপড় দিতে হবে। মন্ত্রী স্বপনবাবু তিনি এদিন বলেন, এখানে একটি ওয়্যারহাউস রয়েছে সেটির পরিদর্শনে এসেছিলেন এম ডি, আমাদের ৬৪ টি শোরুম রয়েছে ওটা রাজ্যে সেখানেই হস্ত চালিত তাঁতিদের থেকে কাপড় কিনে এগুলি বিক্রি হবে। গুণগত মান বিচার করে কাপড় নেয়া হবে। আমরা আগে থেকেই এক কোটি টাকার কাপড় নেওয়া হবে সেটি ডিক্লিয়ার করলাম।

শিক্ষক নিয়োগ বিতর্কের মধ্যেই রাজ্যে ফের
‘সারপ্লাস ট্রান্সফার’ চালু, এবার জেলার মধ্যেই বদলি ১৯৩ শিক্ষকের

কলকাতা, মে ৩১: শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যেই রাজ্য শিক্ষা দফতর ফের ‘সারপ্লাস ট্রান্সফার’ প্রক্রিয়া চালু করতে চলেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি) ১৯৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বদলির সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। এই ‘সারপ্লাস ট্রান্সফার’ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমন স্কুল থেকে বদলি করা হয় যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, সেইসব স্কুলে যেখানে শিক্ষকের অভাব রয়েছে, যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (pupil-teacher ratio) সঠিক থাকে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এবার এই বদলি আন্তঃজেলা নয়, বরং জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ২০২৩ সালে রাজ্য সরকার ৬০০ জনেরও বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সারপ্লাস বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সেই বদলি এক জেলা থেকে অন্য জেলা বা দূরবর্তী স্থানে হওয়ায় বিষয়টি শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

যদিও গত বছর ডিসেম্বর মাসে শীর্ষ আদালত সারপ্লাস বদলির ক্ষেত্রে রাজ্যের পক্ষেই রায় দেয় , শিক্ষক সংগঠনগুলি দাবি তোলে যে বদলি হোক, তবে তা যেন দূরবর্তী বা অন্য জেলায় না হয়। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দফতর পূর্বের বদলির সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। এরপরই নতুন করে ১৯৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সারপ্লাস ট্রান্সফারের অনুমোদন দিয়ে এসএসসি-কে সুপারিশ পাঠাল রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। গত ৩ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করে দেয়, যা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে । এই বিতর্কের আবহেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই নতুন সারপ্লাস বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

জামাইষষ্ঠীতে ইলিশের আকাল: ‘বায়ন পিরিয়ডে’ স্বদেশি-বাংলাদেশি অমিল, ভরসা মায়ানমারের ‘সোনার ইলিশ’

কলকাতা, মে ৩১: রাত পোহালেই জামাইষষ্ঠী, আর বাঙালির এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবে পাতে ইলিশ না থাকলে যেন সবটাই অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু এবার ইলিশপ্রেমীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। রাজ্যে চলছে ‘বায়ন পিরিয়ড’ বা মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ—দুই জায়গা থেকেই ইলিশের জোগান সম্পূর্ণ বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে বাজারে স্বদেশি বা বাংলাদেশি রুপোলি শস্যের দেখা নেই বললেই চলে, অথচ চাহিদা রয়েছে আকাশছোঁয়া। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের তালিকায় জামাইষষ্ঠীর এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এই দিনে জামাইকে তুষ্ট করতে শাশুড়ির বিশেষ আয়োজন থাকে, আর সেই আয়োজনে ইলিশ না থাকলে যেন পরম্পরা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। একদিকে রাজ্যে ইলিশ ধরা বন্ধ, অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকেও ইলিশ আমদানি হচ্ছে না। ফলে উৎসবের ঠিক আগে ইলিশের এই আকালই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। এই পরিস্থিতিতে বাঙালির ইলিশপ্রেমকে বাঁচাতে একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে মায়ানমারের ইলিশ। জানা গিয়েছে, মাছের পাইকারি ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে

পাতে ইলিশ রাখতে এখন এই মাছই একমাত্র উপায়। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়— এই মায়ানমারের ইলিশের দাম শুনলে জামাইয়ের সঙ্গে শাশুড়িও হয়তো একবার পিছিয়ে যেতে পারেন। কাকদ্বীপের বাজারগুলিতে এখন মায়ানমারের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা দরে। এই আকাশছোঁয়া দামের কারণে সাধের জামাইষষ্ঠী পালনে মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। এবারের জামাইষষ্ঠীতে ‘সোনার ইলিশ’ পাতে পড়বে কি না, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন!

বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে টেন্ডারে অনিয়ম, কাঠগড়ায় প্রধান

সংবাদদাতা; মহিষাদলঃ এবার টেন্ডারে অনিয়মের অভিযোগে নাম জড়ালো বিজেপির প্রধানের। ইতিমধ্যে ওই বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে বিডিও ও জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। জানা গেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলসরা খালের ওপর একটি কংক্রিটের বীজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। যার জন্য টেন্ডার হয় গত জানুয়ারি মাসে। সেই টেন্ডারে সঠিক শংসাপত্র নেই এমন ঠিকাদারকে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুভ্রা পন্ডা টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ঠিকাদারকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকারি বিধি লংঘন করে বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিরোধী

এর পর তিন পাতায়

অনুব্রত মণ্ডলকে ফের তলব, বাড়ল অস্বস্তি

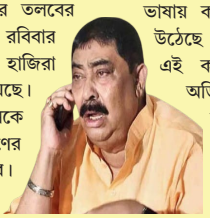

কলকাতা, মে ৩১: তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে ফের তলবের নোটিস পাঠাল পুলিশ। রবিবার সকাল ১১টায় তাঁকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় আক্রমণের অভিযোগে এই তলব। আজ, শুক্রবার, সকাল ১১টায় বোলপুর থানায় অনুব্রতকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে নির্দেশ আসে বোলপুর এসডিপিও অফিসে হাজিরার। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও অনুব্রত হাজিরা দেননি। তাঁর পরিবর্তে সাতজন আইনজীবী এসডিপিও অফিসে যান। প্রসঙ্গত, বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোনে কদর্য ভাষায় কথা বলার অভিযোগ উঠেছে অনুব্রতের বিরুদ্ধে। এই কথোপকথনের একটি অডিও রেকর্ডিং ভাইরাল হয়েছে। যদিও এই অডিওর সত্যতা খোঁজ খবর পত্রিকা যাচাই করেনি। বিতর্কের জেরে শুক্রবার দুপুরে তৃণমূল অনুব্রতকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেয়। এরপরই অনুব্রত একটি চিঠিতে ক্ষমা চেয়ে লেখেন, “আমার ওই কথাগুলো বলা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।” আইসিকে আক্রমণের অভিযোগে অনুব্রতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

এর পর তিন পাতায়

ভারতীয় রেলের নতুন জম্মু ডিভিশন চালু: কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে ৭৪২ কিমি রেলপথে নতুন দিগন্ত

জম্মু, মে ৩১: ভারতীয় রেলের নতুন জম্মু ডিভিশন আগামী পয়লা জুন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করতে চলেছে। এই ডিভিশন গঠনের গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে, যা উত্তর রেলওয়ের অধীনে জম্মু তাওয়াইতে সদর দপ্তর নিয়ে কাজ করবে। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে রেলকে

আরও অপারেশনাল করতে এই নতুন ডিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোট ৭৪২ কিলোমিটার রেল অংশ এই নতুন ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চারটি প্রধান সেকশন:

* পাঠানকোট – জম্মু – শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন – শ্রীনগর – বারামুল্লা সেকশন (৪৩২ কিমি)
* ভোগপুর সিরওয়াল – পাঠানকোট (৮৭ কিমি)
*

এর পর তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

জামাইষষ্ঠীতে এবার ‘জামাই আদর’ পর্যটন নিগমের

বাঙালির জামাই ষষ্ঠী এবার আরোও জমজমাট। খাসি, চিংড়ি, ইলিশ সহ হরেক রকম পদে এবার রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগম চালু করছে ‘জামাই আদর।’ আসন্ন জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে আগামী ৩১ মে ও ১ জুন জামাইদের জন্য এলাহী আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম। জামাইষষ্ঠী মানেই খাওয়া-দাওয়া এবং দেদার আড্ডা। তাই এবার শাশুড়িদের আর রান্নার ঝুঁকি নিতে হবে না। এবার কুপন কেটেই জামাই আপ্যায়নের সুযোগ পাবেন শাশুড়িরা। সাথে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে দিঘার দিঘালি- ১, বোলপুরের শান্তবিতান, বিধাননগরের উদয়াচল ও শিলিগুড়ির মৈনাক পর্যটন আবাসনে থাকছে জামাই আদরের ব্যবস্থা। জামাইদের জন্য ইতিমধ্যে এই জামাই আদরের বাস্কেট লাঞ্চ ও ডিনারের কুপন কাটার হিড়িক লেগেছে শাশুড়িদের। অন্যান্য বছর জামাইষষ্ঠী মানে সকাল থেকেই বাজারের ব্যাগ নিয়ে এদোকান থেকে ওদোকানে লাইন দিতে হয় শ্বশুরমশাইদের। বাজার বাড়িতে এলে আদরের জামাইয়ের ভুরি ভোজের ব্যবস্থা করেন শাশুড়িরা। তবে চলতি বছরে চিরাচরিত এই ব্যস্ততার চিত্র বদলে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন নিগম। তাদের আবাসন গুলিতে জামাইষষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ বাঙালিয়ানায় পরিপূর্ণ লাঞ্চ ও ডিনারের। একেবারে রাজকীয় আমেজে দিঘার সমুদ্র দর্শন কিংবা শান্তিনিকেতনের শৈল্পিক পরিবেশের মাঝেই হবে এই জামাই আপ্যায়ন। পর্যটন নিগম যার নামকরণ করেছে ‘জামাই আদর’। প্রতি লাঞ্চ ও ডিনারের কুপনের মূল্য ১০৯৯ টাকা। প্রতিবেলায় থাকবে কুড়িটি পদ। যার নাম শুনেই জিভে জল চলে আসবে অনেকেরই। মেনুতে থাকছে সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা। প্রথমে স্বাগত জানাতে থাকবে ঘিয়ে ভাজা গরম গরম ফুলকো লুচি, ভাজা মশলার আলুর দম। এরপর মেন কোর্সে ধোঁয়া ওঠা সুগন্ধি চালের ভাত, লাউ দিয়ে অড়হড় ডাল, গন্ধরাজ স্যালাড, ঝুরঝুরে আলু ভাজা, চিংড়ির পাঁপড়, ছানারপুর ভরা পটলের দোরমা, বেগুন সুন্দরী, কাজু কিসমিসের পোলাও, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, ভেটকি পাতুরি, পাঁঠার কষা মাংস, কাঁচা আমের চাটনি, সুস্বাদু আম, তালশাঁস সন্দেশ, পান্তুয়া, বাংলার মিষ্টি দই ও পান। ইতিমধ্যে পর্যটন নিগমের এই আয়োজনে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বহুদূরান্ত থেকে শাশুড়িরা তারা তাদের জামাইয়ের আপ্যায়নের জন্য কুপন কেটেছেন। দিঘার দিঘালি- ১ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রাজেশ দন্ডপাট জানান, “ইতিমধ্যে অনেকেই বুকিং শুরু করে দিয়েছেন। অসাধারণ পরিবেশের মধ্যে জামাইদের জন্য এই ভুরিভোজ কেউই হাতছাড়া করতে চাইছেন না।”

নির্মীয়মান বাড়ির পাশে সন্দেহজনক ঘোরাফেরা, দেশি পাইপগান ও গুলিসহ ধৃত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান:-বর্ধমান শহরের গোদা এলাকায় একটি নির্মীয়মান বাড়ির কাছ থেকে দেশি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ হানিফ (২১)। সে বর্ধমানের রাজাবাগান এলাকার গোলপুকুরের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হানা দেয় পুলিশ। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির অভিযোগে শেখ হানিফকে আটক করা হয়। এরপর তার দেহ তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃত যুবক জাতীয় সড়কে কোনও অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে সেখানে অপেক্ষা করছিল। শনিবার তাকে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেল, এবং তার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে।

অবশেষে সুরাহা! পূর্ব বর্ধমানের তোড়কোনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কারে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর!

খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান, ৩১ মে, ২০২৫: দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে বেহাল দশায় পড়ে থাকা পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের তোড়কোনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিন ফিরছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বেড বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্রুত চালু করার জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই খবরে ২৫ থেকে ৩০টি গ্রামের বাসিন্দারা, যারা দীর্ঘ দিন ধরে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তারা দারুণ খুশি।তোড়কনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি শুধুমাত্র খণ্ডঘোষ এলাকারই নয়, বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকার বহু মানুষের চিকিৎসার অন্যতম ভরসা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে, বিশেষ করে বাম আমল থেকেই, এর সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্রমশ বেহাল হয়ে পড়েছিল। এখানকার রোগীদের সামান্য চিকিৎসার জন্যও খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হতো। এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছেও দরবার করেছেন। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হলো।

সম্প্রতি সিএমওএইচ, বিএমওএইচ , তোড়কোনা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রোগী কল্যাণ দপ্তরের র চেয়ারম্যান শ্যামল দত্ত, কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাজাহান মন্ডল , এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রিপন মুন্সী সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই হাসপাতাল পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন।

শুক্রবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েই আনুমানিক দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধুনিকীকরণ, বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হবে।

খণ্ডঘোষ এর বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ জানান, এই উদ্যোগের ফলে ২৫ থেকে ৩০টি গ্রামের বাসিন্দারা তাদের দোরগোড়াতেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, দ্রুতই হাসপাতালের মেরামতি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে খুশি এলাকার মানুষ এখন নতুন করে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বপ্ন দেখছেন।

বর্ষার জল জমে খানাখন্দে ভরা বেহাল রাস্তা হয়ে উঠেছে দুর্গম, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়াদের

অভিজিৎ সরকার, বাঁকুড়ার : রিপোর্ট। এক ঝলক দেখলে মনে হতে পারে ছোট বড়ো অসংখ্য ডোবা সার দিয়ে কেউ যেন তৈরী করে দিয়েছে। আর সেই ডোবার পাড় ধরে কোনোরকমে টাল সামলে যাতায়াত করছে গাড়ি ঘোড়া ও পথচলতি মানুষ। গত কয়েক বছর ধরে এমনই বেহাল অবস্থা বাঁকুড়ার ইন্দাস রেল স্টেশন থেকে চেকপোস্ট যাওয়ার রাস্তার। স্থানীয়দের বারবার আবেদন নিবেদনেও হাল বদলায়নি রাস্তার। স্বাভাবিক ভাবেই এই রাস্তা নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা তৈরী হয়েছে।

বাঁকুড়ার ইন্দাস রেল স্টেশন থেকে চেকপোস্ট যাওয়ার রাস্তা শুধু স্থানীয় ১০ -১২ টি গ্রামের মানুষের কাছে লাইফলাইন তাই নয়, এই রাস্তা ধরে শর্টকাটে ইন্দাস থেকে চেকপোস্ট হয়ে দ্রুত পৌঁছে যাওয়া যায় বর্ধমান শহরে। স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দাস থেকে বর্ধমান শহরে যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাই ব্যবহার করেন স্থানীয়রা। এই রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল করে বেশ কিছু বেসরকারি বাসও। কিন্তু বছর কয়েক ধরে সেই রাস্তাই সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে। শুধু রাস্তা থেকে পিচের আস্তরণ উঠে গেছে তাই নয়, রাস্তা জুড়ে তৈরী হয়েছে ছোট বড় খানা খন্দ। সেই খানা খন্দে কোথাও চেটো সমান আবার কোথাও দেড় থেকে দু'ফুট বর্ষার জল জমে ডোবার চেহারা নিয়েছে। রাস্তাটির অবস্থা এতটাই বেহাল যে খানখন্দ এড়িয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা একপ্রকার অসম্ভব। ফলে প্রায়শই ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বুকে নিয়ে কার্যত প্রাণ হাতে যাতায়াত করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়রা বারংবার ব্লক থেকে জেলা স্তরে রাস্তাটি সংস্কারের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু হাল বদলায়নি। পরিস্থিতি এমনই যে রাস্তার এমন হালের জন্য শাসক দলের স্থানীয় নেতা কর্মীরাও নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করছেন। রাস্তার এমন অবস্থা নিয়ে সমানে চলছে শাসক বিরোধী তরজাও। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের দাবী বিধায়ক হিসাবে তিনি বিধানসভা থেকে পূর্ত দফতর সর্বত্র বারেবারে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র তাঁকে বেকায়দায় ফেলার উদ্যেশ্যেই ইন্দাস বিধানসভা এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ করছে না শাসক দল। অভিযোগ উড়িয়ে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের দাবী বিষয়টি জানা ছিল না। তবে দ্রুত রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পূর্বস্থলী থানা পরিদর্শনে এডিশনাল এসপি

এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পূর্বস্থলী থানা এলাকার বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ২১টি মোবাইল উদ্ধার করে মোবাইল মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিলে পূর্বস্থলী থানা পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি পূর্বস্থলী থানায় একটি জিমের উদ্বোধন হয়, এদিন শুক্রবার। উদ্বোধন করেন অ্যাডিশনাল S.P রাজীব কুমার, এদিন অ্যাডিশনাল S.P ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, পূর্বস্থলী থানার আইসি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ পূর্বস্থলী থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। পাশাপাশি এদিন পূর্বস্থলী থানা পরিদর্শন করেন অ্যাডিশনাল S.P রাজীব কুমার এবং কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী সঙ্গে ছিলেন পূর্বস্থলী থানার আইসি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মোবাইল মালিকদের হাতে মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়ায় খুশি মোবাইল মালিকেরা।

টেন্ডারে অনিয়ম

এক পাতার পর

দলনেতা প্রবীর প্রামানিক। গোটা টেন্ডার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিডিও ও জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। জানা গেছে, আগে ওই খালের ওপর কাঠের ব্রিজ ছিল। ফলে বর্ষাকালে যাতায়াত করতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতেন স্থানীয়রা। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের দাবি ছিল ওই খালের উপরে। এমন পরিস্থিতিতে অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক সাংসদ তহবিল থেকে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের ই- টেন্ডার হয়। গোটা কাজের জন্য বরাদ্দ ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৩৬ টাকা। আর সেই টেন্ডার যে ঠিকাদার পেয়েছেন তার শংসাপত্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। এরপরেও কিভাবে ওই ঠিকাদারকে দিয়ে ব্রিজ নির্মাণের বরাত দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যরা। ইতিমধ্যে ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষের পথে। অভিযোগকারী ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল বিরোধী দলনেতা প্রবীর প্রামানিক জানান, “যে ঠিকাদারের বৈধ কাগজ নেই তাকে দিয়ে এই ধরনের ব্রিজ নির্মাণ করাচ্ছেন ওই প্রধান। আমি এই পাহাড় সমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাই প্রশাসনের কাছে। আগামী দিনে ব্রিজ ভেঙে পড়লে কে দেয় নেবে?”

যদিও এ বিষয়ে প্রধান শুভ্রা পন্ডাকে ফোন করা হলে ফোন ধরেননি তিনি। মহিষাদলের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বরুনাশীষ সরকার বলেন, “আমার কাছে ইতিমধ্যে অভিযোগ জমা পড়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

ভারতীয় রেলের নতুন জম্মু ডিভিশন চালু

এক পাতার পর

বাটালা (ব্যতীত) – পাঠানকোট (৬৮ কিমি) * পাঠানকোট – জোগিন্দর নগর (১৬৪ কিমি) চেনাব রেল সেতুও এই নতুন সেকশনের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি ভার্চুয়ালি এই জম্মু বিভাগের উদ্বোধন করেছিলেন, যা বর্তমান ফিরোজপুর বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে গঠিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নতুন জম্মু বিভাগ এবং ফিরোজপুর বিভাগের মধ্যে বিভাগীয় সীমানা জলন্ধর – পাঠানকোট সেকশনে ২৭.৭৫০ কিলোমিটার এবং অমৃতসর – পাঠানকোট সেকশনে ৩৯.১৫০ কিলোমিটার হবে। প্রধানমন্ত্রী আগেই উল্লেখ করেছিলেন যে, উত্তর রেলের এই জম্মু ডিভিশন শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর নয়, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং লেহ-লাদাখের বেশ কয়েকটি শহরকেও উপকৃত করবে। কৌশলগত গুরুত্বের পাশাপাশি, অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই জম্মু ডিভিশন আগামী দিনে পর্যটকদের জন্য সুবিধা করে দেবে এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। আগামীকাল থেকেই এই নতুন ডিভিশন তার কার্যক্রম শুরু করবে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা: পুলিশ লাইনে উজ্জ্বল মুখদের মিলনমেলা

বর্ধমান, মে ৩১: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শুধু সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীরাই নয়, মাদ্রাসা এবং হাই মাদ্রাসার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরও সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও, পূর্ব বর্ধমান জেলায় কর্মরত পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের পরিবারের যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে, তাদেরও এদিন সংবর্ধনা জানানো হয়। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুলিশকর্মীদের পরিবারের সদস্যরা। বর্ধমান পুলিশ লাইনের অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার আর্ক ব্যানার্জি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ। এই আয়োজন কৃতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি পুলিশ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

অনুব্রত মণ্ডলকে ফের তলব, বাড়ল অস্বস্তি

এক পাতার পর

করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার চারটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি জামিন অযোগ্য ধারাও রয়েছে। অনুব্রতের ক্ষমাপ্রার্থনাতেও বিতর্ক থামছে না। বিরোধীরা এই ঘটনায় অনুব্রতকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, “কান ধরে অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে ঢোকাতে হবে।” কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীও গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন। এই প্রথমবার নয়, এর আগেও পুলিশকে হুমকি দিতে দেখা গেছে অনুব্রতকে। গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর গত বছর তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। এরপর আবারও নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন এই তৃণমূল নেতা।

পূর্ব বর্ধমানের পাঁইটা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদ সভা:

ফিফটিন ফিন্যান্সের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়ন ও ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের অগ্রগতি।

কৃষ্ণ সাহা,পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ ব্লকের পাঁইটা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে তিন নম্বর সংসদে এক গ্রাম সংসদ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন, যা পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। সভায় ফিফটিন ফিন্যান্সের (Fifteenth Finance Commission) মাধ্যমে পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সকলকে জানানো হয় যে, ড্রেন, জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং রাস্তা নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু হবে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই কাজগুলির টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে যাতে দ্রুত কাজ এগোয়, সে বিষয়ে পঞ্চায়েত লক্ষ্য রাখবে। এছাড়াও, গ্রাম সংসদ সভার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। যে সকল বাংলার বাড়ি আবাস যোজনার উপভোক্তারা প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরও ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারেননি, তাদের পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দেওয়া হবে। পাঁইটা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাম পাল জানিয়েছেন, আগামী দিনে রাস্তার ওপর ভারী যান চলাচল বন্ধ করতে বিশেষ নোটিশ জারি করা হবে। ভারী যান চলাচলের কারণে রাস্তার যে ক্ষতি হচ্ছে, তা মেরামত করার উদ্যোগও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে।

রাস্তার পাশেই বিপদজনক ভাবে ট্রান্সফর্মার বসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ

সংবাদদাতা; তমলুকঃ রাস্তার গায়েই ফ্ল্যাট বাড়ির জন্য বসানো হচ্ছিল বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার। এতে যে কোনো মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় এলাকাবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের লালদীঘি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকায় রাস্তার ধারে একটি নতুন ফ্ল্যাট নির্মাণ হয়েছে। সেই ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য একেবারে রাস্তার গায়ে শনিবার সকাল থেকে ট্রান্সফর্মার বসানোর কাজ করছিল বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। এখনই বাধা দেন স্থানীয় মানুষজনেরা। তাদের দাবি, এতে পথ চলতি মানুষজনকে যেকোনো মুহূর্তে বিপদে পড়তে হবে। ব্যক্তিগত ফ্যাটের ট্রান্সফর্মার তার নিজস্ব জমিতে বসাতে হবে। রাস্তার ধারে এভাবে জন সুরক্ষাকে উপেক্ষা করে অবৈধ ভাবে ট্রান্সফর্মার বসানো হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। এদিন এলাকাবাসীর বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় তমলুক থানার পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকেরা। স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এদিন বন্ধ রাখা হয় ট্রান্সফর্মার বসানোর কাজ। স্থানীয় কাউন্সিলর সুফিয়া বেগম বলেন, “রাস্তার ধারে এভাবে ট্রান্সফর্মার বসানো হলে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা লিখিতভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের কাছে জানিয়েছি। তারপরেও কিভাবে কাজ শুরু হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা এখানে ট্রান্সফর্মারের বিপক্ষে।”

যাতায়াতের পথে রেলের স্তম্ভ, ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সংবাদদাতা; মহিষাদলঃ দীর্ঘদিনের যাতায়াতের রাস্তায় রেলের তরফ থেকে লোহার স্তম্ভ পুঁতে দেওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন গ্রামবাসীরা। রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশবপুর গ্রামের বাসিন্দারা। জানা গেছে, ওই গ্রামের ওপর থেকেই হলদিয়া- পাঁশকুড়া রেললাইন গেছে। কেশবপুর স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন গ্রামের মানুষজনেরা। সেই রাস্তার ওপর শনিবার সকালে রেলের কর্মীরা এসে লোহার স্তম্ভ পুঁতে দেয়। এতে রেললাইন পারাপার করতে দীর্ঘ চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বিকল্প পথ ধরে যেতে হবে গ্রামের মানুষজনকে। আর এতেই রেলের বিরুদ্ধে শনিবার ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা। জানা গেছে, ওই রাস্তা থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে একটি হাই স্কুল, একটি প্রাইমারি স্কুল, বাজার সহ পোস্ট অফিস। দিনে প্রায় কয়েকশো মানুষের যাতায়াত। কিছুটা দূরে রয়েছে বেশ কিছু চাষের জমিও। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হয় বহু মানুষকে। রাস্তার ওপর স্তম্ভ উঠে দেওয়ায় সমস্যায় পড়বেন গ্রামবাসীরা। এদিন যাতায়াতের রাস্তায় রেলের স্তম্ভর খবর পেয়েই ছুটে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রঘুনাথ পণ্ডা, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রবীর প্রামাণিক সহ গ্রামবাসীরা। তারা জানান, “আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছি। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ওই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়। চাষের সময় ওখান থেকেই আমাদের যেতে হয়। এখন রাস্তা ঘিরে দিলে আমরা কোথায় থেকে যাবো?” রেলের এক আধিকারিকের বক্তব্য, “স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই স্তম্ভ বসানো হয়েছে। ওখানে সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাই সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য স্তম্ভ বসানো হয়েছে।”

বৌদির মুন্ডচ্ছেদ করল দেওর, কাটা মুন্ডু নিয়ে খোলা রাস্তায় ঘোরাঘুরি

নিঃ সঃ - বৌদির মাথা কেটে খুন দেওরের। কাটা মুন্ডু নিয়ে রাস্তা দিয়ে থানায় রওনা অভিযুক্ত যুবক বিমল মন্ডলের। দক্ষিন ২৪ পরগনার বাসন্তীর ৬ নম্বর ভরতগড়ের ঘটনা। শনিবার সকালের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। কি কারণে এই খুন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পারিবারিক অশান্তির জেরেই বৌদিকে খুন করেছে অভিযুক্ত যুবক বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। মহিলার নাম, পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

একসঙ্গে লড়াইয়ের ডাক নতুন জেলা সভাপতির, বিভেদ ভোলার বার্তা তৃণমূলের

দেবনাথ মোদক, বাঁকুড়া:- তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পরিবর্তনের পর এই প্রথম বিষ্ণুপুরে সমস্ত স্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। নতুন জেলা সভাপতি সুব্রত দত্তের নেতৃত্বে শুক্রবার শহরের যদুভট্ট মঞ্চে আয়োজিত এই বৈঠকে তিনি দলের সকল নেতা-কর্মীকে বিভেদ ভুলে একযোগে লড়াই করার আহ্বান জানান। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত ৬টি কেন্দ্রেই জয়লাভের লক্ষ্যে এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তা দেন সুব্রত দত্ত। এই বৈঠকে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর ও বড়জোড়ার বিধায়ক যথাক্রমে তন্ময় ঘোষ, হরকালী প্রতিহার ও অলোক মুখোপাধ্যায় সহ জেলা, ব্লক ও পৌরসভা স্তরের সকল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সুব্রত দত্ত বলেন, “এই বৈঠকে বিগত দিনের সমস্ত ভেদাভেদ ও মনোমালিন্য ভুলে একসঙ্গে কাজ করার ডাক দিয়েছি। এর অন্যথা হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।” তিনি আরও যোগ করেন, “দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, ২০২৬ সালে বিষ্ণুপুরের ছয়টি আসন জিতে আমি তার মর্যাদা রাখব। কোনো রকম দলবাজি বরদাস্ত করা হবে না।” তার এই মন্তব্যে দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য ফেরানোর দৃঢ় বার্তা স্পষ্ট হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অধীনে থাকা ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫টিই বিরোধীদের দখলে চলে গিয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুরের দুই বিধায়ক তন্ময় ঘোষ এবং হরকালী প্রতিহার তৃণমূলে যোগ দেন। এছাড়া ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে আসে। এই পরিস্থিতিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিষ্ণুপুরের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে চিন্তিত। তাই বারবার সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এবার যুবশক্তির উপর ভরসা করে সুব্রত দত্তকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাজারে নেই ইলিশ, খাসি চিংড়িতেই জামাই ভোজন

সংবাদদাতা; তমলুকঃ বাঙালির জামাইষষ্ঠী মানেই কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া দাওয়া আর দেদার আড্ডা। শাশুড়ির প্রিয় জামাইয়ের আদর আপ্যায়নে যেন কোনোরকম কামতি না থাকে সেদিকেই নজর থাকে সকলের। জামাইষষ্ঠীর ভুরিভোজের তালিকায় যদি ইলিশ না থাকে কোথাও যেন ভুরু কুঁচকান অনেকেই। কিন্তু চলতি বছরে বাজারে ইলিশের আকাল। বর্তমানে চলছে মৎস্যজীবীদের ব্যান পিরিয়ড। মাছেদের এই প্রজনন কালের ফলে দীর্ঘ প্রায় ৬১ দিন সমুদ্রের মৎস্য শিকারে যেতে পারবেন না মৎস্যজীবীরা। আর এর ফলেই বাজারে মিলছে না ইলিশ। তবুও জামাই আপ্যায়নে খামতি রাখতে চাইছেন না কোনো শাশুড়ি। ইলিশের বদলে খাসি- চিংড়িতেই জামাইয়ের ভুরিভোজের আয়োজন করছেন শাশুড়িরা। শনিবার সন্ধ্যে থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মাংস ও মাছের দোকানে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু চলতি বছর পথে উঠবে না ইলিশ তাই মুরগির মাংসের তুলনায় চাহিদা বেড়েছে খাসির মাংসের। আর তাতেই এক প্রকার ফায়দা লুটতে শুরু করেছে খাসি ব্যবসায়ীরা। অন্যান্য সময় বাজারে

মহিষাদল বাজারে খাসির মাংসের দোকানে ভিড়

খাসি মাংসর কেজি প্রতি দাম থাকে ৭৫০- ৮০০ টাকা। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় গিয়ে দেখা গেল কেজি প্রতি খাসি মাংসের দাম কোথাও ৯০০ আবার কোথাও হাজার। একইভাবে দাম বেড়েছে চিংড়িরও। অন্যান্য সময় চিংড়ির কেজি প্রতি দাম থাকে ৭০০ টাকার আশেপাশে। সেই জায়গায় শনিবার চিংড়ির দাম ৯০০ টাকা। এদিন তমলুক, হলদিয়া, মহিষাদল, কাঁথি শহর বিভিন্ন বড় বড় বাজার গুলিতে সন্ধ্যা থেকেই মাংসের দোকানগুলিতে ভিড় জমে। এদিকে এক সপ্তাহ আগে থেকেই চিংড়ির অর্ডার পড়ে গিয়েছে মাছের আড়ৎ গুলিতে। বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ গুলিতে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে মাছ ও খাসির মাংসের ওপরে বিশেষ থালি চালু করা হয়েছে। সেখানেও থাকছে না ইলিশের কোনো পদ। উল্টে পাবদা, চিংড়ি, পারসের উপরেই জামাই ভোজনের আয়োজন করেছে তারা। মূলত ব্যান পিরিয়ড থাকার কারণে মিলছে না ইলিশ। আর তার জেরেই চাহিদা বেড়েছে চিংড়ি ও খাসির মাংসের।

দিঘা ফিশারম্যান এন্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বলেন, “বর্তমানে সব ট্রলার পাড়ে নোঙর করা রয়েছে। মৎস্য আহরণে না যাওয়ার কারণে ইলিশ মিলছে না। তাই চিংড়ির বিক্রি বেড়েছে।”

দৈনিক খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

বাঁকুড়ার নিত্যানন্দ গরাইয়ের বাগানে ১২৫ প্রজাতির আমের সমাহার: মালদা-মুর্শিদাবাদকেও পিছনে ফেলছে স্বাদে-গন্ধে

বাঁকুড়া, মে ৩১: বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির পাকতোড় গ্রামের নিত্যানন্দ গরাইয়ের বাগান এখন আমের এক বিশাল সম্ভার। তাঁর বাগানে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ১২৫ প্রজাতির আমের চাষ হচ্ছে, যা শুধু বাঁকুড়াতেই নয়, রাজ্যের বাইরেও পাড়ি দিচ্ছে এবং তাঁকে এনে দিচ্ছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। নিত্যানন্দ গরাইয়ের এই উদ্যোগ নিছকই বাণিজ্যিক নয়, বরং আমের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও দুর্বলতা থেকেই এই বাগান তৈরির সাথে যুক্ত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর বাগানে ১২৫ প্রজাতির আমের গাছ থাকলেও, তিনি আরও নতুন প্রজাতির গাছের সন্ধানে রয়েছেন। নিজের আম ও আমের বাগান প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ গরাই জানান, “এবার আমের ফলন অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমানে চাহিদাও বেশ ভালো। মানুষ সরাসরি বাগানে এসেই আম সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন।” তিনি আরও দাবি করেন, আমের জন্য বিখ্যাত মালদা-মুর্শিদাবাদের আমকেও স্বাদ ও গন্ধে বাঁকুড়ার আম অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। প্রচুর চাহিদা এবং ভালো ফলনের কারণে তাঁর রোজগারও বেশ ভালো হচ্ছে। সব মিলিয়ে আমের এই সমাহার নিত্যানন্দ গরাইয়ের সময়কে বেশ ভালো কাটতে সাহায্য করছে। তাঁর এই সাফল্য বাঁকুড়ার কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

যোগীরাজ্যে কেচ্ছার ছায়া: বিজেপি নেত্রীর ছেলের ১৩০টি আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, পুত্রবধূর বিস্ফোরক অভিযোগ

মৈনপুরী, উত্তরপ্রদেশ, মে ৩১: খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মুখ পুড়ল বিজেপির। মৈনপুরীর এক বিজেপি নেত্রীর ছেলের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ১৩০টি আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে হুলস্থুল পড়ে গেছে। গেরুয়া শিবিরের মহিলা মোর্চার ওই নেত্রীর পুত্রবধূ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, স্বামী বান্ধবীর সঙ্গে বিভিন্ন হোটেলে গিয়ে অন্তরঙ্গ হতেন এবং সেইসব মুহূর্তের ভিডিও তুলতেন। এরপর ওই ভিডিওগুলি ব্যবহার করে তরুণীকে (পুত্রবধূকে) মানসিক অত্যাচার করা হত। পাশাপাশি, তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। পুত্রবধূ আরও জানান, ২০২১ সালের নভেম্বরে বিয়ের পর থেকেই তাঁর উপর নির্যাতন শুরু হয় এবং স্বামী ছাড়াও শাশুড়ি ও শ্বশুরও এই নির্যাতনে ইন্ধন দিতেন। পণের টাকা চেয়ে মারধরের পাশাপাশি তাঁকে ঠিকমতো খেতেও দেওয়া হত না। তিনি থানায় অভিযোগ করেও লাভ হয়নি, কারণ বিজেপি নেত্রীর রাজনৈতিক প্রভাবে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রীর ছেলের বান্ধবী পাল্টা ভিডিও ফাঁস করায় মানহানির অভিযোগ এনেছেন। তিনি মৈনপুরী থানায় মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে আপলোড করেছেন বিজেপি নেত্রীর পুত্রবধূ এবং ওই ভিডিও দেখিয়ে তাঁর কাছে টাকাও চাওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল পড়েছে। সুযোগ বুঝে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, বিজেপি মেয়েদের সম্মান দিতে জানে না। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের এই সমান্তরাল ধারায় পুরো বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

Onwer & Publisher Sk Jinnar Ali,on behalf of Khonjkhobor Media Network pvt ltd
Sub editor krishna saha. Con - 98746 41563/9775728465, Email - khonjkhobornews@gmail.com
1701 MADURDAHA,Kolkata-700107